

ভমৈী' বা 'জয়া' একাদশী

ভমৈী একাদশীর মাহাত্ম্য

মাঘী শুক্লপক্ষীয়া 'জয়া' একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য ভবষ্টিযোত্তর পুরাণে যুধষ্টিঠরি-শ্রীকৃষ্ণ সংবাদরূপে বর্ণিত আছে। শ্রীগরুড়পুরাণে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী তথিকি 'ভমৈী' একাদশী নামে অভিহিত করা হয়েছে। কল্পান্তরে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন নাম দেখা যায়। পদ্মপুরাণ অনুসারে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশীর নামই 'পান্ডবা নর্জলা' বা 'ভীমসনৌ' (ভমৈী) একাদশী।

যুধষ্টিঠরি বললেন- হে কৃষ্ণ! আপন কৃপা করে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে একাদশীর সবশিষে বর্ণনা করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে মহারাজ! মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে একাদশী 'জয়া' নামে প্রসিদ্ধ। এই তথি সর্বপাপবিনাশিনী, সর্বশ্রেষ্টা, পবিত্রা, সর্বকাম ও মুক্তি প্রদায়িনী। এই ব্রতের ফলে মানুষ কখনও প্রতেত্ব প্রাপ্তি হয় না। এই একাদশীর নম্নিরূপ উপাখ্যান শোনা যায়। একসময় স্বর্গলোকে ইন্দ্র রাজত্ব করছিলেন। সেখানে অন্য দেবতারও বশে সুখেই ছিলেন।

তারা পারজিত পুষ্প শোভিত নন্দনকাননে অস্প্রদরে সাথে বহির করতেন। একদিন পঞ্চাশ কোট অস্প্রা-নায়ক দেবরাজ ইন্দ্র স্বচ্ছায় আনন্দভরে তাদের নৃত্য করত বললেন। নৃত্যের সাথে গন্ধর্বগণ গান করত লাগলেন। পুষ্পদত্ত, চত্রিসনে প্রভৃতি প্রধান প্রধান গন্ধর্বরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। চত্রিসনের পত্নীর নাম মালিনী। পুষ্পবন্তী নামে তাঁদের এক কন্যা ছিল। পুষ্পদত্তের পুত্রের নাম মাল্যবান। এই মাল্যবান পুষ্পবন্তীর রূপে মুগ্ধ হয়েছিল। পুষ্পবন্তী পুনঃ পুনঃ কটাক্ষ দ্বারা মাল্যবানকে বশীভূত করেছিল।

ইন্দ্রের প্রীতিবিধানের জন্য তারা দুজনই নৃত্যগীতের সেই সভায় যোগদান করেছিল। কিন্তু একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট থাকায় উভয়েরই চিত্ত বিভ্রান্ত হচ্ছিল। সেখানে তারা পরস্পর কবেল দৃষ্টিবিদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকল। ফলে গানের ক্রম বিপর্যয় ঘটল। তাদের এইরকম তাল-মান ভঙ্গভাব দেখে তারা যে পরস্পর কামাসক্ত হয়েছে, দেবরাজ ইন্দ্র তা বুঝতে পারলেন। তখন ক্রোধবশে তিনি তাদের অভিষপ দলিলেন- রো মূঢ়! তোমরা আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করছে। তোমাদের ধিক! এখনই তোমরা পশিচযোনী লাভ করে মর্ত্যলোকে নজি দুষ্কর্মের ফল ভোগ কর। ইন্দ্রের অভিষাপে তারা দুজন দুঃখিত মনে হিমালয় পর্বতে বচিরণ করছিল। পশিচত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় তারা অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করত লাগল। হিমালয়ে প্রচন্ড শীতে কাতর হয়ে নজিদের পূর্বপর্যয় বস্মিত হল। এইভাবে অতিক্রমে সেখানে দনিষাপন করত লাগল।

একদিন পশিচ নজিপত্নী পশিচীকে বলল- সামান্য মাত্র পাপ করিনি অথচ নরকযন্ত্রণার মতো পশিচত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। অতএব এখন থেকে আর কখনও কোন

পাপকর্ম করব না। এইভাবে চিন্তা করে তারা সেই পর্বতে মৃতপ্রায় বাস করতে লাগল। মাল্যবান ও পুষ্পবন্তীর পূর্ব কোন পুণ্যবশত সেই সময় মাঘী শুক্লপক্ষীয়া ‘জয়া’ একাদশী তিথি উপস্থিতি হল। তারা একটি অশ্বত্থ বৃক্ষতলে নরিহারে নরিজলা অবস্থায় দিবানিশি যাপন করল। শীতরে প্রকোপে অনদিরায় রাত্রি অতিবাহতি হল।

পরদিন সূর্যোদয়ে দ্বাদশী তিথি উপস্থিতি হল। জয়া একাদশীর দিন অনাহার ও রাত্রি জাগরণে তাদের ভক্তির অনুষ্ঠান পালতি হল। এই ব্রত পালনরে ফলে ভগবান বসিগুর কৃপায় তাদের পশিচত্ব দূর হল। তারা দুজনই তাদের পূর্বরূপ ফরিপে পলে। তারপর তারা স্বর্গে ফরিপে গলে। দেবরাজ তাদেরকে দেখে অতন্ত আশ্চর্য হলনে। তিনি জিজ্ঞাসা করলনে- কোন পুণ্য ফলে তোমাদের পশিচত্ব দূর হল। আমার অভশিপ থেকে কৈ তোমাদের মুক্ত করল?

মাল্যবান বললনে- হৈ প্রভু! ভগবান বাসুদেবেরে কৃপায় জয়া একাদশী ব্রতরে পুণ্যপ্রভাবে আমাদের পশিচত্ব দূর হয়ছে। তাদের কথা শুনৈ দেবরাজ ইন্দ্র বললনে- হৈ মাল্যবান, তোমরা এখন থেকে আবার অমৃত পান কর। একাদশী ব্রতরে যাঁরা আসক্ত এবং যাঁরা কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ তাঁরা আমাদেরও পূজ্য বলে জানবৈ। এই দেবোলোকে তুমি পুষ্পবন্তীর সাথে সুখে বাস কর।

হৈ মহারাজ! এই ‘জয়া’ একাদশী ব্রত ব্রহ্মহত্যাজনতি পাপকোে বনিশ করৈ। এই ব্রত পালনে সমস্ত প্রকার দানরে ফল লাভ হয়। সকল যজ্ঞ ও তীর্থরে পুণ্যফল এই একাদশী প্রভাবে আপনা হতই লাভ হয়। অবশেষে মহানন্দে অনন্তকাল বকৈনুঁ বাস হয়। এই জয়া একাদশী ব্রতকথা পাঠ ও শ্রবণে অগ্নিস্টোম যজ্ঞরে ফল পাওয়া যায়।

একাদশী পালনরে নয়িমাবলী

ভোরৈ শয্যা ত্যাগ করে শুচিশুদ্ধ হয়ে শ্রীহরিরি মণ্ডল আরতিতে অংশগ্রহণ করতে হয়। শ্রীহরিরি পাদপদ্মে প্রার্থনা করতে হয়, “হৈ শ্রীকৃষ্ণ, আজ যনে এই মণ্ডলময়ী পবতির একাদশী সুন্দরভাবে পালন করতে পারি, আপনি আমাকে কৃপা করুন।” একাদশীতে গায়ৈ তলে মাখা, সাবান মাখা, পরনন্দা-পরচর্চা, মথিযাভাষণ, ক্রোধ, দিবানদিরা, সাংসারিকি আলাপাদি বর্জনীয়। এই দিন গঙ্গা আদি তীর্থৈ স্নান করতে হয়। মন্দিরি মার্জন, শ্রীহরিরি পূজার্চনা, স্তবস্তুতি, গীতা-ভাগবত পাঠ আলোচনায় বেশি করে সময় অতিবাহতি করতে হয়।

এই তিথিতে গোবন্দিরে লীলা স্মরণ এবং তাঁর দবি্য নাম শ্রবণ করাই হচ্ছৈ সর্বোত্তম। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তদরে একাদশীতে পঁশচি মালা বা যথেষ্ট সময় পলে আরো বেশি জপ করার নরিদশৈ দয়িছেনে। একাদশীর দিন ক্ষৌরকর্মাদি নষিদিধ। একাদশী ব্রত পালনে ধর্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ আদি বহু অনতি্য ফলরে উল্লেখ শাস্ত্রে থাকলেও শ্রীহরভিক্তি বা কৃষ্ণপ্রমে লাভই এই ব্রত পালনরে মুখ্য উদ্দেশ্য। ভক্তগণ শ্রীহরিরি সন্তোষ বধিানরে জন্যই এই ব্রত পালন করনে। পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ও বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ

শ্রীহরভিক্তবিলাস আদি গ্রন্থে এ সকল কথা বর্ণিত আছে।

একাদশী পালনরে সঠিকি নযিম গুলি হল-

যনি একাদশী পালন করবনে তিনি দশমীতে- একাহার, একাদশীতে- নরিহার তথা উপবাস এবং দ্বাদশীতে একাহার করবনে। যদি সম্পূর্ণ সক্ষম না হন তাহলে কেবলমাত্র একাদশীতে উপবাস করবনে। আর যদি তাহাতেও সক্ষম না হন, তাহলে একাদশীতে পঞ্চ রবিশিষ্য বর্জন করে- ফল মূলাদি এবং অনুকল্প গ্রহণরে বধিান রযছে।

একাদশী পালনরে ক্ষেত্রে য়ে পাঁচ প্রকার রবিশিষ্য বর্জনরে বধিান রযছে তা হলো- চাল, গম, যব, ডাল ও সরষি বা সরষি থেকে তৈরি য়েকোনো প্রকার খাদ্যদ্রব্য। এইদনি একাদশী পালন করলে চা, কফি, পান, বড়ি, সিগারেটে ইত্যাদির নশোজাতীয় দ্রব্য থেকে বরিত থাকা প্রযোজন।

যারা একাদশী ব্রত পালন করবনে তাদের আগরে দনি রাত বারোটোর পূর্বে অন্ন ভোজন করে নেওয়া প্রযোজন।

একাদশীর দনি ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথময়ে সংকল্প গ্রহণ করতে হয়। একাদশীর সংকল্প মন্ত্র টি হল-

"একাদশ্যাং নরিহারঃ স্থতিবা অহম অপরেহহানি, ভোক্ষ্যামি পুন্ডরিকাক্ষ শরণম মে ভবাচ্যুত"

একাদশী ব্রত পালন কেবলমাত্র উপবাস করা নয়, তার সাথে সাথে নরিন্তর শ্রীভগবান কে স্মরণ করা এবং ব্রত কথা পাঠ, শ্রবণ ও কর্তনরে মাধ্যমে একাদশীর দনি অতবিহতি করা। এই দনি পরনন্দি-পরচর্চা, মথিয়া কথা বলা, ক্রোধ, দুরাচার, স্ত্রী সহবাস সম্পূর্ণরূপে নষিদ্ধ।

একাদশীতে বিভিন্ন খুঁটিনাটি কাজ য়েমন সবজি কাটার সময়, সতর্ক থাকতে হবোযাতে রক্তক্ষরণ না হয়। কারণ একাদশীর দনি রক্তক্ষরণ খুবই অশুভ বলে গণ্য। একাদশীর দনি শরীরে প্রসাধনী ব্যবহার নষিদ্ধ অর্থাৎ তলে, সুগন্ধি, সাবান-শ্যাম্পু ইত্যাদি বর্জনীয়। এবং সকল প্রকার ক্ষৌরকর্ম করা অর্থাৎ চুল ও নখ কাটা ইত্যাদি বর্জনীয়।

একাদশীর দনি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সন্ধ্যবেলোয়, শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে একটি ঘয়িরে প্রদীপ নবিদেন করা।

এই নরিদষ্টি পারনরে সময়রে মধ্যে পঞ্চ রবশিষ্য ভগবানকে নবিদেন করার পর প্রসাদ হসিবে
গ্রহণ করে পারন করা একান্ত আবশ্যক। নচেৎ একাদশীর কোনো ফল লাভ হয়, না। পারনরে সময়,
যে মন্তরটি পাঠ করতে হয়, সেটি হল-

"অজ্ঞান তমিরিন্ধস্য ব্রতনোননে কশেব, প্রসীদ সুমুখ নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো
ভব"

অথবা

"একাদশ্যাং নরিহারো ব্রতনোননে কশেব, প্রসীদ সুমুখ নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব"